দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 01 JUN 1989 ১০ ৭
পৃষ্ঠা

32

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন কলেজে লেখাপড়া বিঘ্নিত

চুয়াডাঙ্গা, ৩১শে মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা উপকরণসহ শ্রেণী কক্ষ ও আসবাবপত্রের সংকট, কলেজ-লাইব্রেরীতে বই-এর স্বল্পতা, বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি ও ছাত্রাবাসের অভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলার কলেজ শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার ৪টি উপজেলায় মোট ৬টি কলেজ রয়েছে। এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদরে ও দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনাতে ১টি করে সরকারী কলেজ আছে। চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ, দর্শনা সরকারী কলেজ, আলমডাঙ্গা কলেজ, পৌর কলেজ, আদর্শ মহিলা কলেজে ডিগ্রী পড়ানো হয়। বাকী জীবননগর কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ হিসেবে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। স্নাতক পড়ানো হলেও চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ, দর্শনা সরকারী কলেজ ও আলমডাঙ্গা কলেজে উন্নত বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ নেই। পৌর কলেজ ও মহিলা কলেজে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ থাকলেও ডিগ্রী পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়নি। এই দু'টি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ানো হলেও বিজ্ঞান ভবন ও যন্ত্রপাতির সংকট রয়েছে প্রচুর। জীবননগর কলেজটিতে অর্থাভাবে স্নাতক করা সম্ভব হচ্ছে না বলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা সদরে অবস্থিত পৌরবাসীর করের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজটিতে চরম অর্থ সংকট রয়েছে। কলেজে ডিগ্রী কোর্স চালু করা হলেও প্রয়োজনীয়সংখ্যক শ্রেণী কক্ষের অভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে। কলেজে ছাত্রাবাস নেই, অধ্যক্ষের পৃথক কক্ষ নেই। লাইব্রেরী থাকলেও বই-এর অভাব রয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য কমনরুম নেই, বিজ্ঞান গবেষণাগার নেই, আসবাবপত্রের রয়েছে সংকট। এই কলেজটির বিজ্ঞান বিভাগ উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি প্রায় ১২ লাখ টাকা অনুদান পেলেও বিজ্ঞান গবেষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের প্ল্যান সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে অনুমোদন না হওয়ায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া সরকারী কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এলাকাবাসীর দাবী থাকলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি।

চুয়াডাঙ্গা মহিলা কলেজের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। এই কলেজেও আসবাবপত্র, শ্রেণী কক্ষ, কমনরুম, বিজ্ঞান গবেষণাগার, পাঠাগারের আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। কলেজে ছাত্রী সংখ্যা আশংকাজনক হারে কমেছে। কলেজের শিক্ষকগণও নিয়মিত বেতন পান না। কলেজটি সরকারীকরণের জন্য স্থানীয় সুধীমহল বারবার দাবী জানিয়েছেন।